R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/RNP—214

আলমারী, চেয়ার এবং যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে

ষ্টিল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন : ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৭ সাল। ৭ই মার্চ, ২০০১ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৪০ টাকা

হেড পোষ্ট অফিসে কাজের গতি আনতে সাতজন নতুন কর্মী নিয়োগের আশ্বাস দিলেন সুপার

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের পোষ্টাল সুপারিনটেনডেন্ট অম্বুজাক্ষ মুখার্জী গত ২০ ফেব্রুয়ারী বেলা পাঁচটা নাগাদ হঠাৎ রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে এসে হাজির হন। প্রথমে এসেই তিনি হাজিরা খাতা নিয়ে নিজেই একতলা থেকে তিনতলা কর্মীদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। পাঁচজন কর্মী নির্দিষ্ট সময়ের আগে অফিস থেকে চলে যাওয়ায় তাঁদের নাম নোট করে নিয়ে যান। এদের বদলি করা হতে পারে বলে কানাঘুষো চলছে। হেড অফিসে লোক অভাবের কথা বিবেচনা করে এখানে সাতটি নতুন পদ তৈরী করে দ্রুত লোক নিয়োগের আশ্বাস দেন সুপার। এছাড়া কাজে গতি আনতে এখানে পোষ্ট মাষ্টারের দায়িত্বে আসাছেন কোলকাতা থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বালির লরি দুর্ঘটনায় পনরজন যাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ মার্চ সকাল ৬টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের গদাইপুর ব্রীজের কাছে বাঁকের মুখে একটি বালি বোঝাই লরি পালটি খেলে বালির উপরে বসে থাকা ১৫ জন যাত্রীর মধ্যে ১৩ জন বালি চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। বাকী ২ জনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে ঐ দিনই দু'জনের মৃত্যু হয়। এঁরা হলেন সুতী থানার ইসলামপুর গ্রামের সাবির সেখ ও সামসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া গ্রামের একরামুল সেখ। জানা যায় এরা সকলেই সুতী ও সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার মানুষ। উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। ঈদে বাড়ী আসার জন্য মুরারই ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বালির লরিতে বাড়ী আসার পথে এই বিপর্যয়। ঐ লরির কেবিনে জায়গা পাওয়া অন্য তিনযাত্রীসহ ড্রাইভার-খালাসি প্রাণে বেঁচে যান।

সি পি এম পুরবোর্ডের বিরোধীতা কংগ্রেসের পুরোনো তামাসা—বি জে পি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বি জে পির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী জানান, যেসব কাউন্সিলাররা অধীরবাবুর নির্দেশ না মেনে হাবিবুর রহমানের কথায় মৃগাঙ্কবাবুকে টিকিয়ে রেখে মাখন খেলেন বন্যার বাজারে, জেলান্তরের যুবনেতা পত্রিকায় পুরপিতার প্রশংসা করলেন, সদরঘাটে 'মুক্তমঞ্চ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাবিবুর সাহেব পুরপিতাকে জঙ্গিপুরের 'রূপকার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী' বলে বিধানসভায় বিতর্কিত ও পিছিয়ে পড়া আবদুল হককে বলির কাঠগড়ায় নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করে নিলেন। এঁরা এতদিনে ভোটের বাজারে জনগণের সঙ্গে তামাসা করতে বিক্ষোভ করছেন। সইফুদ্দিন-সমীর যেমন বুদ্ধবাবুদের বিরোধী হাওয়া মমতার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গাশঙ্কর শুকুলের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গাশঙ্কর শুকুলের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান গত ২৬ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাইন্ধ্যা গ্রামে সংগ্রামীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দুর্গাবাবুর পুত্রবধূ ইরা শুকুল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মুখার্জী। স্মৃতিচারণ করেন দুর্গাশঙ্করের পৌত্র শুভ্রশঙ্কর তাঁর দাদা কিরণশঙ্করের পাঠানো লেখা পাঠ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর কর্মজীবনের নানা দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুতীতে বন্যায় ক্ষতিপূরণ পেয়েও পেলেন না আটজন ভুক্তভোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গান্ধী মন্ডল, তুলসী রবিদাস, দুলাল মন্ডল, মোরসালিম, সহদেব কর্মকার, কৃষ্ণ কর্মকার, সুফল কর্মকার ও সাইজুল সেখ সুতী ১নং ব্লকের অমরপুর ও শোভারঘাট গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রী ও কর্মকার। এবারকার বন্যায় এদের প্রত্যেককে ১৭০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে বিডিও অফিসে নাম টাঙানো হয়। কিন্তু এরা কেউই হাতে টাকা পাননি। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিবারণ মন্ডল বিডিওর সহায়তায় নিরক্ষর এই মানুষদের টিপসই জাল করে ঐ টাকা তুলে নিয়েছেন। বর্তমানে এরা মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)

দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৭ সাল।

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গ

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০১-২০০২ সালের সাধারণ বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। দেশের সাধারণ মানুষ, যাঁহারা উচ্চ অর্থনীতির জটিল তত্ত্বাদি বুঝেন না, বাজেটকে স্বাগত জানান যখন জানিতে পারেন যে, জিনিস-পত্রের দাম বাড়িতেছে না; আর দুর্ভাবনায় পড়েন যখন বুঝেন যে, অত্যাবশ্যক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে অথবা আয়ের পথ সঙ্কুচিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আগামী আর্থিক বৎসরের কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট কড়া ধরনের না হইলেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের পক্ষে স্বস্তিকর হইয়াছে, এমত বলা যাইবে না। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উচ্চবিত্তের মানুষ এই বাজেটকে স্বাগত জানাইতে পারিলেও 'হারু সেখ', 'রামা কৈবর্ত' উল্লসিত হইবেন না।

গুজরাতের মহাভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিপর্যয় তহবিলের জন্য অর্থাগমের নানা ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তামাক ও তজ্জাত পণ্যের উপর ১৫% সারচার্জ বসান হইয়াছে। ডিজেল ও পেট্রোলের উপর অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ডাকমাশুলের বৃদ্ধি হইবে। চা, কফি, নারিকেল প্রভৃতির আমদানী শুল্ক বাড়িবে। রেশনে চিনির মূল্য বাড়িবে এবং চিনি বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবে। শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই সংক্রান্ত আইন বদলাইবে। পুরাতন বিদেশী গাড়ি, দিয়াশলাই, ভোজ্য তেল, মোমবাতি, বিদেশী মদ, ইমিটেশন গহনা প্রভৃতির দাম বাড়িবে। সাধারণ সিমেন্ট, ঠাণ্ডা পানীয়, স্বর্ণালঙ্কার, জ্যাম, জেলি, আচার, টিনজাত ফল-সবজি প্রভৃতির দাম কমিবে। প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্মীসংখ্যা ২% করিয়া কমান হইবে পাঁচ বৎসরের জন্য। উদ্‌বৃত্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প আরও আকর্ষণীয় করা হইবে। আয়করে সারচার্জ তুলিয়া দেওয়া হইবে। তবে গুজরাতের জন্য ২% সারচার্জ বহাল থাকিবে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে মাঠের ফসলের সুরক্ষা ছাড়াও ফসলের মালিক কৃষকদের জীবনও বিমার আওতায় আনা হইবে। প্রতিরক্ষায় যোজনা বরাদ্দ বাড়িবে। বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার ১½% কমিবে; পি এফ-এরও সুদ কমিবে। দেশের আর্থিক কাঠামোর উন্নতি-বিধান কীভাবে করা হইবে, শিল্পে বিনিয়োগকারীদিগকে কীভাবে উৎসাহিত করা হইবে, তাহা সরকারের পরবর্তী কার্যক্রমে বুঝা যাইবে।

মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেটের যে চিত্র দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্বল্প আর্থিক সঙ্গতির মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িবেন। 'হারু সেখ' 'রামা কৈবর্ত' দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষ; ইহারা ফসলের মালিক কৃষক নহে যে বিমার সুবিধা পাইবে। ইহাদের নিয়োগ-ছাঁটাই মালিকের মর্জি। ডিজেল-পেট্রলের অন্তঃ-শুল্ক বৃদ্ধিতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাশুল বাড়িবে; জিনিসের দাম বাড়িলে ইহারা প্রভাবিত হইবে।

বর্তমানে মধ্যবিত্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সন্তানের সংসারে যেন দুর্বহ বোঝা। তাঁহাদের অভিশপ্ত জীবনের সীমিত দিনগুলি কোনও মতে অতিবাহিত করিবার উপায় হইতেছে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলি। এইগুলি হইতে প্রাপ্ত সুদই তাঁহাদের জীবিকার সঙ্গতি। কিন্তু সেই প্রকল্পগুলির সুদের হার কমিয়া গেলে তাঁহাদের কষ্টের অন্ত রহিবে না। গাড়ি-গহনা-রত্নাদি-আয়কর সারচার্জ ইত্যাদির আর্থিক সুবিধা বা অসুবিধা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের প্রভাবিত করিবে না। সুতরাং তাঁহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবেন। এখন অপেক্ষা রাজ্য বাজেটের।

'কল্যাণ চৌবে সাধ করে গোলটা খেলেন!'—আফশোষ কী বাত।

—হাত ফসকালেন কল্যাণ;

(হল) ইষ্টবেঙ্গলের কল্যাণ।

* * *

সৈফুদ্দিন চৌধুরী, সমীর পুততুণ্ড প্রমুখ সিপিএম ছেড়ে যে দল গড়ছেন, তার নীতি সম্বন্ধে শ্রীবাতুলোবাচঃ

—'ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল্'।

* * *

জানা গেল যে, ইংলণ্ডের এক ক্লাবের হয়ে নিয়মিত ফুটবল খেলে বাইচুং ভুটিয়ার রোজগার প্রায় ৮০ লাখ টাকা।

—গুডলাক, তাই ৮০ লাখ। অনেকেরই লাগছে তাক্।

* * *

দোটানায় বাংলা

—হরিলাল দাস

আমাদের ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। আন্ত রাজ্য সংযোগ রক্ষাকারী সাংবিধানিক ভাষা দু'টি—(১) হিন্দি, (২) ইংরেজি।

হিন্দি ভারতীয় ভাষা। হিন্দিভাষীরা এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালাতে এবং চাপাতে গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন রাজ্যে রাজ্যে।

ইংরেজি বিদেশি ভাষা; দু'শো বছর ধরে ভারতে চালু থেকে আমাদের বেশ প্রভাবিত করেছে। ইংরেজিজানা ইংরেজি-আনা এদেশে একটা মেকি আভিজাত্যের সাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজি সমৃদ্ধ ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা কি ইংরেজি শিখতে বাধ্য, না হিন্দি শিখতে?

বাংলা জানা এবং বলার পরিমণ্ডল ক্রমে সংকুচিত হয়ে এলেও, দুই বাংলা মিলিয়ে এটা সাড়ে একুশ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। সারা পৃথিবীতে বাংলার স্থান মর্যাদার।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলে মাতৃদুগ্ধের মতই তা অনায়াস লভ্য নয়—শ্রম ও যত্নের দ্বারা শিখতে হয় ভাষা। যেহেতু বাংলায় কথা বলি, শুনে বুঝতে পারি, দরকারে দু'দশ ছত্র শিখতে পারি, ভাল বই পড়তে পারি, অতএব এটা আর শেখার কী আছে? কিন্তু আছে। এখানেই যত সমস্যা আর ভ্রান্তিও।

ইংরেজি শেখার জন্যে যেমন পরিপাটি অনুশীলন করতে কষ্ট বোধ করি না, সেরকম বাংলাকেও আয়ত্ত করতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

আদবানিজি নাকি বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে হস্তক্ষেপ নয়, ভোটের ফল বলে দেবে মানুষ কী চান।

—হস্তক্ষেপ নয় কেন? এন ডি এ ভেঙ্গে যেতে পারে? আর এ রাজ্যে মানুষ চান বা না চান, ভোটের ফল 'বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ!'

* * *

গত শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভায় কংগ্রেসী বিধায়করা ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছেন বলে সংবাদ।

—'হে নটরাজ! প্রলয় নাচন নাচলে যখন.....!'

* * *

'শিলিগুড়িতে মারণজ্বর না, মরণজ্বর?' —প্রশ্ন।

—দু'টোই। 'মারণ' আর 'মরণ' যাই বলুন, সংঘটক হচ্ছে 'জ্বর'—মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

প্রতিবন্ধীদের সাহায্য দান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে বীরভূমের নলহাটী নেতাজী মোড়ে গত ১১, ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের প্রতিবন্ধীদের সাহায্য দানের এক শিবির হয়। প্রতিবন্ধী ছাত্রদের পড়াশুনা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ব্যবসাতে আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতি প্রশিক্ষণের উপর সেমিনারে যোগ দেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী কলিমুদ্দিন সামস্। শিবির পরিচালনা করেন শিল্প নিকেতনের পক্ষে বিজয় মুখার্জী।

বিংশতিতম মুর্শিদাবাদ জেলা
বইমেলা

* ১২ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চ, ২০০১
স্কোয়ার ফিল্ড ময়দান
প্রবেশ মূল্য—মাত্র এক টাকা

* প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

* জীবনধর্মী ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা
(সর্বসাধারণের জন্য)
গল্প ২০০০ শব্দের মধ্যে।
কবিতা ২০ লাইনের মধ্যে।
এবং
প্রবন্ধ 'কল্লোল যুগ ও মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)'
১৫০০ শব্দের মধ্যে।
জমা দেওয়ার শেষ তারিখ—৭ই মার্চ, ২০০১
মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর।

* এছাড়াও প্রতিবারের মতো অংকন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা বইমেলা চলাকালীন অনুষ্ঠিত হবে।

* বইমেলা মঞ্চে বই বা পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক ব্যক্তি মেলা কমিটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আগামী ৮ই মার্চ, ২০০১ এর মধ্যে।

* ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থে জেলা অথবা মহকুমা গ্রন্থাগারে বই দান করতে এগিয়ে আসুন।

যোগাযোগের স্থান ঃ

বিংশতিতম বইমেলা কমিটি, মুর্শিদাবাদ
প্রযত্নে ঃ জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ
জেলা গ্রন্থাগার ভবন
ব্যারাক স্কোয়ার (পঃ), বহরমপুর

* যোগাযোগের সময় ঃ দুপুর ১২টা থেকে বৈকাল ৩টা

স্মারক সংখ্যা ১১৩ (৩০) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৮-০২-০১

দোটানায় বাংলা (২য় পৃষ্ঠার পর)

নিজের ও অন্য বঙ্গবাসীর মনোযোগ আবশ্যিক।

কিন্তু আমরা দোটানায় পড়ে আছি। কেবল ভাল করে ইংরেজি শিখলেই যদি আমাদের চলে যেত, যদি আমরা সবাই ইংরেজি শিখে বিদেশে গেলেই মোটা মাইনের চাকরি কুড়িয়ে পেতাম, যদি ইংরেজি জানলেই আমাদের দেশে আর কেউ বেকার থাকত না, যদি সারা ভারতে শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র ইংরেজি হত তা হলে কোনও চিন্তাই ছিল না। কিন্তু তা কখনই হয়নি, হয়ও না।

অন্যদিকে যদি দিনযাপনের এবং প্রাণ ধারণের জন্যে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট হত তা হলেও কোনও প্রশ্ন থাকত না। কাজেই দোটানা ভাব।

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা কি কেবল একটা মর্যাদাময় অনুষ্ঠানিকতা মাত্র? না, এর কোনও বৃহৎ উদ্দেশ্য আছে?

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা; এর পরিচর্যা তো বাঙালিকেই করতে হবে। অগ্রাধিকার বাংলার। বাঙালি আগে নিখুঁত বাংলা শিখবে। তাতে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, হিন্দি, বা অন্য ভাষা শেখার সহায়তা হবে। ইংরেজি বা হিন্দি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কিন্তু বাংলাকে অবহেলা করে অন্যভাষা শেখা কখনই নয়। দোটানা ঘুচিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন এভাবেই কার্যকর এবং সার্থক করা যাবে। প্রতিটি বাঙালি পরম শ্রদ্ধায় মাতৃভাষার নিষ্কাম চর্চা করুন আপন অন্তরে-বাহিরে, স্বদেশে-বিদেশে।

আমাদের জাত, ধর্ম, ভাষা,
আলাদা হলেও, আমরা সবাই ভারতবাসী
আমরা এক ও অভিন্ন।
একতাই আমাদের শক্তি।

এস হিন্দু, এস মুসলমান,
আদিবাসী খ্রীষ্টান।
এক সাথে বিশ্বের বুকে
গড়ি মোদের স্থান।

স্মারক সংখ্যা ১১৪ (৩০) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৮-০২-০১

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬৬২২৮

এন, টি, পি, সিতে বিনা ব্যয়ে চক্ষু শিবির

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কা এনটিপিসি হাসপাতালে উদিতা মহিলা ক্লাবের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরে ৯৭ জনের বিনা খরচে চক্ষু অস্ত্রোপচার এবং তার মধ্যে ১৩ জনের মাইক্রো সার্জারি করা হয়। শিবিরে ছিলেন চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ এ, কে, চন্দ্রকার, ডাঃ এ, কে, মিশ্র, ডাঃ দাস, ডাঃ এন, কে শোধি এবং ডাঃ রেণু। শিবিরের উদ্বোধন করেন ফরাক্কা সুপার থারম্যাল পাওয়ার প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার বাল্মীকি প্রসাদ এবং রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার, দুধ এবং চা বিতরণ করেন প্রমীলা প্রসাদের নেতৃত্বে উদিতা মহিলা ক্লাবের সদস্যারা। শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন 'আশা'র স্বেচ্ছাসেবকেরা এবং কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা।

জনগণনায় গাফিলতির অভিযোগ চাঁই সম্প্রদায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাণীপুর গ্রামের চাঁইরা ২০০১ সালের জনগণনায় গাফিলতির অভিযোগ আনলেন প্রশাসনের কাছে। ঐ এলাকায় জনগণনার দায়িত্বে ছিলেন সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মী অজন্তা দাস। মহকুমা শাসককে এক লিখিত অভিযোগ পত্রে পঃ বঃ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক ভরতচন্দ্র মন্ডল জানান, তিনি রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণীপুরের বাসিন্দা। তাঁর বাড়ীতে জনগণনার কর্মীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে না গিয়ে সমস্ত তথ্য জমা দিয়েছেন। গণনার সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও কোন সেনসাস কর্মীর দেখা না পেয়ে ৫ মার্চ ভরতবাবু বিডিও-র সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁর অভিযোগের কোন গুরুত্বই দেননি। অথচ তপশীল জাতিভুক্ত হতে চাঁইদের জনগণনার রিপোর্ট একটি জরুরী বিষয়। এমতাবস্থায় ভরতবাবু তাঁর অভিযোগের কপি জেলাশাসক, ডাইরেকটর অব সেনসাস (রাজ্য) এবং ডাইরেকটর অব সেনসাস (কেন্দ্র) কে পাঠিয়েছেন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

এ, পি, ডি, আর এর নবম বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় হাই স্কুলে এ, পি, ডি, আর এর রঘানাথগঞ্জ শাখার নবম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জের এ, পি, ডি, আর এর সভাপতি হরিলাল দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদের এ, পি, ডি, আর শাখার অন্যতম কর্মী মিলনকুমার মালাকার। সম্পাদক অশোক সাহা তাঁর কর্মপদ্ধতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া হরিলাল দাস, কাশীনাথ ভকত, বাবলু ব্রহ্ম ও মিলনপকুমার মালাকার বক্তব্য রাখেন। ২০০১-২০০২ এক বৎসরের জন্য ১৮ জনের কমিটিতে সভাপতি হরিলাল দাস ও সম্পাদক অশোক সাহা নির্বাচিত হন।

আশ্বাস দিলেন সুপার (১ম পৃষ্ঠার পর)

জনৈক রামসুখ প্রসাদ। অন্যদিকে জেলার মধ্যে আয়ের দিক থেকে অন্যতম সাব পোষ্ট অফিস জঙ্গিপুরে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো জালিয়াতির ব্যাপারে স্পেশাল তদন্ত শুরু হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে। এ্যাসিঃ সুপারিনটেনডেন্ট স্থানীয় ইন্সপেক্টরের সহায়তায় এই তদন্ত কাজ চালাচ্ছেন বলে জানা যায়।

পুরোনো তামাসা—বিজেপি (১ম পৃষ্ঠার পর)

পালে না যায় তার 'সেফটি ভালব', তেমনি এখানে মৃগাঙ্ক-হাবিবুর সম্পর্কে আর কোন গোপনীয়তা নাই। বন্যার নামে নাকি ৩০/৪০ লক্ষ টাকা পুরসভায় লুঠ হয়েছে—একথা যদি সত্যি হয় তাহলে যারা ভাগ পাননি তারাই লাফাচ্ছেন বলে বিজেপি মনে করে।

জঙ্গিপুর সংবাদ/সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ঃ ৪নং ফরম

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অনুত্তম পন্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—অনুত্তম পন্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)।

আমি অনুত্তম পন্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ মার্চ ২০০১ স্বাঃ অনুত্তম পন্ডিত, প্রকাশক

আমরা আর গরীব নই গো

পঁচিশ বছর আগের কথা, শিবুর বাপ মরল। আমি শিবুর হাত ধরে গাছের তলায়। চলে গেল একফালি ধানি জমিও। এভাবে চলল ক'বছর। তারপর এল পঞ্চায়েতের লোকেরা। বলল, সরকার ধানি জমি দিচ্ছে। আমার শিবু তখন তেরো চোদ্দয় পা দিয়েছে। ধানি জমি ফিরে পেয়ে মা-বেটায় খুশিতে ডগমগ। শিবু লোন পেলো। কাজ পেলো। শিবুর বে হল। আমার নাতি এখন ইস্কুলে যায়। এ. বি. সি. ডি. পড়ে। আমরা আর গরীব নই গো। সরকারের লোকেরা আমার বড্ডো উপকার করেছে। .....আহা, শিবুর বাপ যদি আজ বেঁচে থাকতো.....।

পঞ্চমী দাসী
রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া

মানুষের স্বার্থে
মানুষের সঙ্গে

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

স্মারক সংখ্যা ১০৬ (৩০) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৯-০২-০১

জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রামী দুর্গা ব্যানার্জী, অমল রায়, আবুল হাসনাত খাঁন, অনিল মুখার্জী প্রমুখ। পরবর্তীতে শুরু হয় "স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ও বর্তমান ভারত" শীর্ষক সেমিনার। সেমিনারের সঞ্চালক মোজাফ্ফর হোসেনের বক্তব্যের পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনদর্শন এবং তাঁরা কি ধরনের ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, মহঃ সোহরাব, মধু বাগ প্রমুখ।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।